Contents

আহলেহাদীছ
একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম

যুবায়ের আলী যাঈ

আহলেহাদীছ
একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম

যুবায়ের আলী যাঈ

অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা 'মানুষ'। ধর্মীয় পরিচয় আমরা 'মুসলমান'। অতঃপর গুণবাচক বা বৈশিষ্ট্যগত পরিচয় হ'ল আমরা 'আহলেহাদীছ'। এই পরিচয়ে কোন জড়তা নেই, কোন দ্ব্যর্থতা নেই। আমরা নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র অনুসারী। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই আমরা শিরক ও বিদ'আতের সঙ্গে আপোষ করি না। দুনিয়া অর্জন আমাদের লক্ষ্য নয়, আখেরাতে মুক্তিই একমাত্র লক্ষ্য। অতএব সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হওয়ার কারণে আমি একজন 'আহলেহাদীছ'। এটা আমার বৈশিষ্ট্যগত পরিচয়। ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীন এই নামে তথা আহলুল হাদীছ, আহলুস সুন্নাহ, আহলুল আছার ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিলেন। আমরাও সেই নামে পরিচিত।

বিগত প্রায় দেড় হাযার বছর যাবৎ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন নামে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়ে আসছে। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। বিগত শতাব্দীতে পাকিস্তানের করাচীতে 'জামা'আতুল মুসলিমীন' নামে একটি ক্ষুদ্র দল সূরা হজ্জের ৭৮ আয়াতটির অপব্যাখ্যা করে এক নতুন ফিৎনার জন্ম দেয়। যার ভিত্তিতে তারা 'মুসলিম' ব্যতীত 'আহলেহাদীছ' সহ অন্যান্য সকল বৈশিষ্ট্যগত পরিচয়কে বিদ'আত আখ্যা দেয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন মুসলমানদের মধ্যেও বিষয়টি নিয়ে বেশ বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেকে আহলেহাদীছকে প্রচলিত দলাদলিমূলক ফিরক্বাসমূহেরই একটি ফিরক্বা হিসাবে ধরে নিয়েছেন। অথচ এটা একটি অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে 'আহলুল হাদীছ' ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের যুগ থেকে চলে আসা একটি বৈশিষ্ট্যগত ও পরিচিতিমূলক নাম। যা একটি বিশেষ আক্বীদা ও রীতি-পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে। সাথে সাথে শিরক ও বিদ'আতপন্থীদের থেকে সুস্পষ্ট পার্থক্যরেখা নির্ধারণ করে।

ইসলামের প্রথম যুগে যখন কোন বিদ'আতী ফিরক্বার জন্ম হয়নি, তখন মুসলমানদের পৃথক কোন পরিচিতির প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ৩৭ হিজরীর পর যখন বিভিন্ন ফিরক্বার জন্ম হয়, তখন বিদ'আতীদের বিপরীতে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের অনুসারীগণ 'আহলুল হাদীছ' নামে পরিচিত হন। আজও বিদ'আতী ফিরক্বাসমূহ রয়েছে। তাই তাদের বিপরীতে 'আহলুল হাদীছ' বা 'আহলেহাদীছ' নামও রয়েছে। অতএব এই বৈশিষ্ট্যগত নামে আপত্তির তো কোন প্রশ্নই ওঠে না, বরং ক্ষেত্রবিশেষে অপরিহার্য। নইলে অশুদ্ধ ও বিশুদ্ধ একাকার হয়ে যাবে।

পাকিস্তানের খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ এই বিভ্রান্তি দূরীকরণে 'আহলেহাদীছ এক ছিফাতী নাম' (اہل حدیث ایک صفاتی نام) শিরোনামে উর্দূতে একটি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচনা করেন। সম্প্রতি গবেষণা মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকায় উক্ত পুস্তিকাটির বঙ্গানুবাদ ৯ কিস্তিতে (এপ্রিল-ডিসেম্বর ২০১৫) প্রকাশিত হয় এবং যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। অতঃপর গুরুত্ব বিবেচনায় আমরা সেটিকে পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি।

নবীন অনুবাদক জনাব আহমাদুল্লাহ পুস্তকটি উর্দূ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী জনাব নূরুল ইসলাম এটির সম্পাদনা করেছেন। অতঃপর মাননীয় প্রধান পরিচালকের হাতে পরিমার্জিত হয়ে বইটি প্রকাশিত হ'ল। আমরা তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাঁদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রার্থনা করছি। এই সাথে প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে উত্তম পারিতোষিক কামনা করছি।

বইটি যদি 'আহলেহাদীছ' নামকরণ সম্বন্ধে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের বিভ্রান্তি দূরীকরণে সমর্থ হয়, তবেই আমরা আমাদের শ্রম স্বার্থক বলে মনে করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দ্বীনে হকের প্রচার ও প্রসারে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন- আমীন!

সচিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) সমসাময়িককালের একজন ক্ষণজন্মা মুহাদ্দিছ। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের আটোক যেলার ঐতিহাসিক হাযারো তহসিলের পীরদাদ গ্রামে ১৯৫৭ সালের ২৫ শে জুন তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১০০৮ খ্রিষ্টাব্দে এই হাযারোতেই সুলতান মাহমূদ গযনভী হিন্দু রাজাদের বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেন। তাঁর পিতা হাজী মুজাদ্দাদ খান (৮৮) ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা। যিনি এখনও জীবিত রয়েছেন।

শিক্ষাজীবন :

১৯৭২-৭৫ সালে তিনি এক আহলেহাদীছ আত্মীয়ের সান্নিধ্যে এসে আহলেহাদীছ আক্বীদা গ্রহণ করেন। অতঃপর সাধারণ শিক্ষায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করার পর ২৩ বছর বয়সে তিনি ইসলামী জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হন এবং ১৯৮৩ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর ১৯৯০ সালে গুজরানওয়ালার প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ মাদরাসা 'জামে'আ' মুহাম্মাদিয়া' থেকে কৃতিত্বের সাথে ফারেগ হন। এ সময় হাদীছ শাস্ত্রের উপর তাঁর বিশেষ অনুরাগ জন্ম নেয় এবং হাদীছের তাখরীজের উপর বিশেষ দক্ষতা অর্জনের মানসে আল্লামা বদীউদ্দীন সিন্ধী (রহঃ)-এর সান্নিধ্যে তিনি কয়েক বছর অতিবাহিত করেন। অতঃপর ১৯৯৪ সালে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী সাহিত্যে পুনরায় মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি মাতৃভাষা পশতুসহ উর্দূ, আরবী, ইংরেজী ও গ্রীক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি অল্পবিস্তর ফারসীও জানতেন।

কর্মজীবন :

কর্মজীবনের শুরুতে কিছু কাল তিনি একটি গ্রীক জাহাযের নাবিক হিসাবে চাকুরী করেছিলেন। সেসময় তিনি বিশ্বের অনেক দেশ সফরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং বিশেষতঃ গ্রীক ও ইংরেজী ভাষায় প্রভূত দক্ষতা অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি কিছুদিন সারগোধার একটি মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ফিরে আসেন নিজ গ্রামে এবং নিজ বাড়ীতেই 'মাকতাবাতুয যুবায়রিয়া' নামে একটি বিশাল লাইব্রেরী গড়ে তোলেন। এখানেই তিনি হাদীছ গবেষণায় পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে মনস্থ করেন। নিবিড় গবেষণার সুবিধার্থে তিনি শিক্ষকতা পর্যন্ত ত্যাগ করেন। লাইব্রেরীতেই ছিল তাঁর সমস্ত কর্মযজ্ঞ। ইতোমধ্যে প্রসিদ্ধ

প্রকাশনা সংস্থা 'দারুস সালাম' তাঁকে আহ্বান জানালে তিনি প্রতিষ্ঠানটির রিয়াদ এবং লাহোর অফিসে প্রায় ৫ বছর যাবৎ কয়েকটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করেন। যার মধ্যে ছিল দারুস সালাম থেকে প্রকাশিত সকল হাদীছ গ্রন্থ সমূহের তাখরীজ ও তাহকীক। দারুস সালাম প্রকাশিত কুতুবে সিত্তাহ-র একক সংকলনটি তিনি প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ রিভিউ করেন।

দারুস সালাম থেকে অবসর নেয়ার পর তিনি পুনরায় নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। অতঃপর একে একে সুনানে আরবা'আর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ এবং 'মুসনাদ হুমায়দী', 'সীরাত ইবনে হিশাম', 'তাফসীর ইবনে কাছীর', 'মিশকাত', 'বুলূগুল মারাম' প্রভৃতি হাদীছ, তাফসীর ও সীরাত গ্রন্থ সমূহের তাখরীজ সম্পন্ন করেন। তাহকীক ও তাখরীজের ময়দানে তাঁর এই অমূল্য খেদমতের কারণে তাঁকে 'পাকিস্তানের আলবানী' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এতদ্ব্যতীত 'দেওবন্দিয়াহ আওর মুনকিরীনে হাদীছ', 'নূরুল আয়নাইন ফি ইছবাতে রাফ'ইল ইয়াদায়েন', 'হিদায়াতুল মুসলিমীন' প্রভৃতি গ্রন্থ সহ আরবী ও উর্দূ ভাষায় তাঁর এযাবৎ ৪৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া অপ্রকাশিত রয়েছে আরো প্রায় ৩০টি গ্রন্থ। তাঁর কিছু বই ইংরেজীতেও অনূদিত হয়েছে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি 'আল-হাদীছ' নামে একটি গবেষণা মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। হাদীছ গবেষণা ছাড়াও পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে তিনি যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। ১৯৮৩ সালে তিনি যখন দাওয়াত শুরু করেন তখন তাঁর এলাকায় কোন আহলেহাদীছ ছিল না। অথচ তাঁর দাওয়াতের বরকতে এখন সেখানে ১১টি আহলেহাদীছ মসজিদ স্থাপিত হয়েছে। বাহাছ-মুনাযারায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তার যুক্তিপূর্ণ ও দলীলভিত্তিক আলোচনায় এ পর্যন্ত বহু মানুষ আহলেহাদীছ হয়েছে। এজন্য তিনি শিরক ও বিদ'আত পন্থীদের আতংকে পরিণত হন।

মৃত্যু :

১৯ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ ইং তিনি নিজ বাড়িতে হঠাৎ উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হন এবং ব্রেন হেমোরেজের দরুন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবশেষে দীর্ঘ ৫৭ দিন যাবৎ অচেতন থাকার পর ১০ই নভেম্বর ২০১৩ রবিবার সকাল ৭-টায় রাওয়ালপিণ্ডির এক হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৬ বছর। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন। আমীন!

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد :

সাহায্যপ্রাপ্ত দল, নাজাতপ্রাপ্ত ফিরক্বা এবং হক-এর অনুসারীদের বৈশিষ্ট্যগত নাম 'আহলেহাদীছ'। এরা ঐ সমস্ত মহান ব্যক্তি, যারা সর্বযুগে ছিলেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى مَنْصُورِينَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ 'আমার উম্মতের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি দল (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হ'তে) সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হ'তে থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[১]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন, إِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ 'সাহায্যপ্রাপ্ত এই দলটি যদি আছহাবুল হাদীছ (আহলেহাদীছ) না হয়, তবে আমি জানি না তারা কারা'?[২]

ইমাম হাকেম (রহঃ) বলেন, 'ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, সাহায্যপ্রাপ্ত দলটি হচ্ছে আছহাবে হাদীছের দল। আহলেহাদীছের চাইতে কারা এ হাদীছের আওতাভুক্ত হওয়ার অধিক হকদার হ'তে পারেন? যারা (আহলেহাদীছগণ) সৎ মানুষদের পথে চলেন, সালাফে ছালেহীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের দ্বারা বিরুদ্ধবাদীদের এবং বিদ'আতীদের সামনে বুক ফুলিয়ে জবাব দানের মাধ্যমে তাদের যবান বন্ধ করে দেন। যারা আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার জীবনকে পরিত্যাগ করে মরুভূমি এবং তৃণ-লতা ও বৃক্ষ-পত্রহীন এলাকায় (হাদীছ সংগ্রহের জন্য) সফর করাকে অগ্রাধিকার প্রদান

১. ইবনু মাজাহ হা/৬; তিরমিযী হা/২১৯২, সনদ ছহীহ।
২. ইমাম হাকেম, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ২, সনদ হাসান।

করেন। তারা আহলে ইলম এবং আহলে আখবারের সংস্পর্শে আসার জন্য সফরের কষ্ট সমূহ বরণ করে থাকেন'।[৩]

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর উস্তাদ ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) বলেছেন, هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ 'তারা হচ্ছে আছহাবুল হাদীছ'। অর্থাৎ 'সাহায্যপ্রাপ্ত দল' দ্বারা আহলেহাদীছগণ উদ্দেশ্য।[৪]

হাদীছ জগতের সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ) 'ত্বায়েফাহ মানছূরাহ' সম্পর্কে বলেন, هُمْ أَهْلُ الْحَدِيْثِ 'তারা হ'লেন আহলেহাদীছ'।[৫]

ইমাম ইবনু হিব্বান উপরোক্ত হাদীছের উপর এই মর্মে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন যে, ذِكْرُ إِثْبَاتِ النُّصْرَةِ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ 'ক্বিয়ামত অবধি আল্লাহ কর্তৃক আহলেহাদীছদের সাহায্যপ্রাপ্তি প্রমাণিত হওয়ার বিবরণ'।[৬]

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মুফলিহ আল-মাক্বদেসী বলেন, أَهْلُ الْحَدِيْثِ هُمُ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ الْقَائِمُونَ عَلَى الْحَقِّ 'আহলেহাদীছগণই মুক্তিপ্রাপ্ত দল। যারা হক-এর উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন'।[৭]

ইমাম হাফছ বিন গিয়াছ এবং ইমাম আবুবকর বিন 'আইয়াশ (রহঃ)-এর বক্তব্যকে সমর্থন ও সত্যায়ন করতঃ ইমাম হাকেম (রহঃ) বলেন, তারা দু'জন সত্যই বলেছেন যে, আহলেহাদীছগণ সৎ মানুষ। আর এমনটা কেনইবা হবেন না, তারা তো (কুরআন ও হাদীছের মুকাবিলায়) দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছেন'।[৮]

---

৩. ঐ, পৃঃ ১১২।
৪. তিরমিযী হা/২১৯২; মিশকাত হা/৬২৮৩।
৫. খত্বীব বাগদাদী, মাসআলাতুল ইহতিজাজ বিশ-শাফেঈ, পৃঃ ৪৭, সনদ ছহীহ।
৬. ছহীহ ইবনু হিব্বান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬১, হা/৬১।
৭. মুহাম্মাদ বিন মুফলিহ আল-মাক্বদেসী, আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ ওয়াল মিনাহিল মারঈয়াহ, ১/২১১।
৮. মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ১১৩।

প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَوْلَى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلاَةً 'ক্বিয়ামতের দিন ঐ সমস্ত ব্যক্তি আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী হবে, যারা সবচেয়ে বেশী আমার উপরে দরূদ পাঠ করে'।[৯] এজন্যই আহলেহাদীছ পরিবারের ছোট ছোট বালক-বালিকাদের অন্তরে হাদীছের প্রতি গভীর অনুরাগ ও আকর্ষণ বিরাজিত। আর আহলেহাদীছগণ ক্বিয়াসী দৃষ্টিভঙ্গি এবং ফিক্বহী মাসআলার খুঁটিনাটি বিষয়ের পরিবর্তে কেবলমাত্র নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনাকেই পরকালে সৌভাগ্যবান হওয়ার মাধ্যম মনে করেন। তাই ইমাম আবূ হাতেম ইবনু হিব্বান আল-বাসতী (রহঃ) উপরোক্ত হাদীছ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন। তিনি বলেছেন, ক্বিয়ামত দিবসে আহলেহাদীছগণের রাসূল (ছাঃ)-এর সর্বাধিক নিকটে থাকার দলীল উক্ত হাদীছে বিদ্যমান। কেননা এই উম্মতের মধ্যে আহলেহাদীছদের চাইতে কোন দল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর বেশী দরূদ পাঠ করে না।[১০]

এত ফযীলত ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কতিপয় ব্যক্তি আহলেহাদীছদের বিরোধিতা করা, তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, উপহাস-পরিহাস ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাকে নিজেদের পৈত্রিক অধিকার মনে করে। সম্ভবত এই সকল আহলেহাদীছ বিরোধীদের উদ্দেশ্য করেই ইমাম আহমাদ বিন সিনান আল-ওয়াসিত্বী (রহঃ) মন্তব্য করেছেন, لَيْسَ فِى الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ إِلاَّ وَهُوَ يُبْغِضُ أَهْلَ الْحَدِيْثِ– 'দুনিয়াতে এমন কোন বিদ'আতী নেই, যে আহলেহাদীছদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না'।[১১]

৯. তিরমিযী হা/৪৮৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৯১১; মিশকাত হা/৯২৩; ছহীহ তারগীব হা/১৬৬৮ সনদ হাসান লিগায়রিহি।

১০. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৯১১।

১১. মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ হা/৬, সনদ ছহীহ।